উৎসবমুখর পরিবেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিজয়ী চারদলীয় জোট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সরকার পরিচালনার। দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। চলছে নয়া সরকারের পর্যালোচনা। এ কাজটিতে এগিয়ে এসেছেন দেশের বুদ্ধিজীবীরা।

বুদ্ধিজীবীরা সরকারের সমালোচনা করবেন ও দিকনির্দেশনা দেবেন একথা সত্যি। বুদ্ধিজীবীরা যখন দলীয় ছত্রছায়ায় থেকে বুদ্ধিবৃত্তি করেন তখন তা হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। বিগত সরকারের পরাজয়ের পেছনে এই তোষামোদকারী বুদ্ধিজীবীদের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ কারণে লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা বেশি। অথচ তাদের তোষণনীতির কারণেই সরকার তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনি।

নির্বাচনের পর ফলাফল নিয়েও তারা তাদের লেখায় তোষণনীতি অব্যাহত রেখেছেন। গণতন্ত্রমনা মানুষের কাম্য দেশের বুদ্ধিজীবীরা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দিকনির্দেশনা দেবেন।

নির্বাচনে পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সারা দেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিদিন দেশের প্রত্যন্ত জনপদ থেকে আসছে নির্যাতনের খবর। সরকার বলছে, খবরের কাগজে অতিরঞ্জিত করে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা এমন নয়। অতীতের মত চলছে তথ্য গোপন করার প্রক্রিয়া। এটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দলের কাম্য নয়। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে। প্রতিটি জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের । গণতন্ত্রকামী ও শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রত্যাশা নতুন সরকার তাদের দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে।